বাংলা বিভাগ

ড. অমিতাভ রায় (বিভাগীয় প্রধান)

চতুর্থ সেমিস্টার

গল্পরচনা

(সাম্মানিক (অনার্স) বাংলা-SEC B এবং সাধারণ (জেনারেল) বাংলা-SEC B)

-

এর আগে আমরা কলেজের আই. কিউ এ. সি-র সহযোগিতায় গল্পপাঠের আসর বসিয়েছিলাম। গল্পকারেরা গল্পরচনা বিষয়েও আলোকপাত করেছিলেন। পরবর্তীকালে গল্পরচনা বিষয়ে আর একটা ওয়ার্কশপেরও আয়োজন আমরা করবো। এখানে আমি কয়েকটি গল্পরচনার সূত্র দেব। তোমরা গল্প লিখবে। কলেজ খুললেই আমায় তোমরা দেখাবে। প্রসঙ্গত, গল্পের শব্দসংখ্যা সর্বাধিক দুহাজার হবে। অণু বা পরমাণু গল্প লেখা চলবে না। গল্পে বেশী চরিত্র থাকবেনা। অনেক ঘটনার ভারে লেখা ভারাক্রান্ত হবে না। বানান সম্পর্কে সচেতন হয়ে গল্প লিখতে হবে।

১. পাপিয়া করোনা নামক ভয়ঙ্কর ভাইরাসের সংক্রমণের খবর পেয়ে প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল- লকডাউনের সময় ওর ভয় অনেকখানিই কেটে গেল-ও সরকারের সমস্ত নির্দেশ পালন করল- পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, সেভাবেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখল-এখন ও ভীত নয়, সতর্ক- ওর কলেজের বন্ধু শৌভিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করেনি-বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে- অকারণে রাস্তায় বেরোচ্ছে- পুলিশের তাড়া খেয়েও দমেনি- পাপিয়া ফোনে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে-শেষ পর্যন্ত শৌভিকের শরীরে এই ভয়ঙ্কর রোগ হানা দিল-অনেকদিন হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এল-কলেজ খুললেও কয়েকদিন যেতে পারল না- পাপিয়া দেখতে গেলে চোখের জল পড়তে থাকল ওর-বলল," এই শিক্ষা ও জীবনে ভুলবে না। "

২. নীলার বিয়ে ঠিক হয়েছে- নীলা বিয়ে করতে চায় না- আগে ও পড়াশুনা শেষ করবে- জোর করে ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা - নীলা পালিয়ে গেল- ওকে খুঁজে পাওয়া গেল এক ম্যাডামের বাড়িতে -যে ম্যাডাম কলেজে কন্যাশ্রীর কাজ করেন- বাবা- মা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন- ম্যাডামের কাছে কথা দিয়ে ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

৩. সোম সুন্দরবনে থাকে- একটা হরিণ নদী পার হয়ে ওদের গ্রামে চলে এসেছে- গ্রামের লোকজন হরিণটাকে ধরে-হরিণের মাংস খাওয়ার পরিকল্পনা হয়- হরিণটাকে দেখে সোম আর ওর বোন মলি মুগ্ধ- সোম কিছুতেই হরিণটাকে মারতে দেবে না- বনদফতরে ও ফোন করে- হরিণটা বেঁচে যায়- আবার বনে ছেড়ে দেওয়া হল- বনদফতর সোমকে পুরস্কার দিল।